সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
তানিম আহমেদ, জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
জাকির হোসেন, বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে গ্যাসের রিজার্ভ কত তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। জাতীয় পরিসংখ্যন ব্যুরো বলেছে, মজুদের পরিমাণ ১৩.৭৯ টিসিএফ। পেট্রোবাংলা হিসাবে ১১.৬১ টিসিএফ। বিদেশী তেল কোম্পানিগুলো বলছে, মজুদ রয়েছে ৩৪.২ থেকে ৫১.৫ টিসিএফ। বর্তমান সরকার গ্যাসের মজুদ সম্পর্কে জানতে একটি জাতীয় কমিটি করেছিল। ৯ সদস্যের সে জাতীয় কমিটি একমত হতে পারেনি রিজার্ভ সম্পর্কে। এই কমিটির সদস্যের মধ্যে যারা গ্যাস রপ্তানির পক্ষে তারা বলছে মজুদ ১৫ টিসিএফ-এর কিছু বেশি। অপর পক্ষের মতে ১২ টিসিএফ-এর বেশি উত্তোলনযোগ্য গ্যাস বাংলাদেশে নেই। নিট গ্যাস মজুদ কত আছে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমাদের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত গ্যাস মজুদ আছে কি না? বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ২০৫০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রার চাহিদায় গ্যাসের প্রয়োজন হবে ৬০ থেকে ১২০ টিসিএফ। এতো গ্যাস আমাদের নেই। সুতরাং এখানে রিজার্ভ ১২ না ১৫ টিসিএফ সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে পরিমাণ গ্যাস এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে এদেশের চাহিদা পূরণ করতে গিয়েই মজুদ ২০২০ সালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। নির্বাচনের আগে বিএনপি বলতো তারা জীবন দিয়ে হলেও গ্যাস রপ্তানির যেকোনো রকম প্রচেষ্টা প্রতিহত করবে। বর্তমানে আওয়ামী লীগও গ্যাস রপ্তানির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। অথচ বিগত দু'টি সরকারই বিদেশী তেল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে একের পর এক পিএসসি চুক্তি করে গ্যাস রপ্তানির পথ প্রশস্ত করেছে। যার প্রেক্ষিতে নিজেদের গ্যাস আমাদের বিদেশী কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে উচ্চমূল্যে বৈদেশিক মুদ্রায় কিনতে হচ্ছে। যে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা যতো ভালো সে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোও ততোটাই ভালো। দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা এখনও তৈরি হয়নি। অথচ গ্যাস রপ্তানি নিয়ে চলছে বিতর্ক। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। এটা কাম্য নয়। জাতীয় জ্বালানী ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে এখনই সরকারকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস রপ্তানির চিন্তা পরিহারের শক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

হালে আরেকটি বিতর্ক চলছে 'মাটির ময়না' নামের একটি চলচ্চিত্র নিয়ে। 'মুক্তির গান' নন্দিত তারেক মাসুদ পরিচালিত ও তার বিদুষী স্ত্রী ক্যাথরিন মাসুদ প্রযোজিত এ চলচ্চিত্রটি ইতিমধ্যে অর্জন করেছে বিরল আন্তর্জাতিক খ্যাতি। বাংলাদেশের গত প্রায় ৫০ বছরের চলচ্চিত্র ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন এ ছবিটি ইতিমধ্যেই ছিনিয়ে এনেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নান্দনিক চলচ্চিত্রগুলোর মেলা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় সাত সাগর আর তের নদীর ওপারে ফ্রান্সের কান শহরে। চলচ্চিত্র শিল্পকর্মের সে মেলা পৃথিবীব্যাপী চলচ্চিত্র মহল নির্মাতা দর্শকের কাছে পরিচিত 'কান'স ফিল্ম ফেস্টিভাল' নামে। এই মুহূর্তে আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সবচেয়ে বড় খবর হলো কান চলচ্চিত্র উৎসবে তারেক মাসুদ নির্মিত 'মাটির ময়না' ছবির ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিকস পুরস্কারপ্রাপ্তি। অথচ আমাদের সেন্সর বোর্ড ছবিটির দেশে প্রদর্শনের অনুমতি আটকে দিয়েছে।